





আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

	
	
<p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p>	
	
তারিখ : (০৪ ডিসেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ৯৯	০৪ ডিসেম্বর হতে ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ৩০ নভেম্বর হতে ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	৩০ নভেম্বর	০১ ডিসেম্বর	০২ ডিসেম্বর	০৩ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৮	২৮.৬	২৮.৬	২৭.৫	২৭.৫-৩০.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৯.৫	২০.০	১৮.০	১৬.৮	১৬.৮-২০.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৯.০-৯৬.০	৪০.০-৯২.০	৩৪.০-৮৯.০	৩৫.০-৮৬.০	৩৪.০-৯৬.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	৫.৬	৭.৪	৩.৭	১.৯-৭.৪
মেঘের পরিমাণ (অঙ্ক)	২	৩	৩	০	০-৩
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(০৪ ডিসেম্বর হতে ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.২-২৭.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৪.০-১৬.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫২.০-৭৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৪.৬-৫.০
মেঘের পরিমাণ (অঙ্ক)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

দড়য়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	শক্ত দানা থেকে কর্তন পর্যায়
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান :

কর্তন পর্যায়ঃ

- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন পূর্বে জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ৮০% ফসল পরিপক্ব হলে রৌদ্রজ্বল দিনে ধান সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের সময় কালোশীষ (লক্ষীর গু রোগে আক্রান্ত) দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলুন।
- ধান কাটার পর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- ইদুরের আক্রমণ থেকে পরিপক্ব ধানকে রক্ষা করতে বিষটোপ ব্যবহার করুন।
- আমন ধান কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারী চাষ করা যেতে পারে।

শক্ত দানা থেকে কর্তন পর্যায়

- শক্ত দানা থেকে কর্তন পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি ক্লোরোপাইরিফস বা ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হেক্সাকোনাভল বা টেবুকোনাভল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিম্নলিখিত হারে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন:
 - কার্বোফুরান@১০কেজি/হেক্টর অথবা কারটাপ@১৪কেজি/হেক্টর অথবা ফিপোনিল@১মিলি/লিটার পানি অথবা ডায়াজিনন@১৭কেজি/হেক্টর
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব অথবা থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- খোড় পর্যায়ে রাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি অথবা ০.৬ গ্রাম ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোক্যার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন। রাতে জমির পাশে আগুন জ্বালিয়ে গান্ধী পোকার বিস্তার কমানো যেতে পারে।

সবজিঃ

- পর্যাপ্ত সেচ দিন।
- বিদ্যমান শুল্ক আবহাওয়ার কারণে ফুলকপি এবং বাধাঁকপিতে কালোপট্টা রোগ দেখা দিলে ১০লিটার পানিতে ১গ্রাম স্ট্রেপটোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফুলকপি ও বাধাঁকপিতে এফিড এবং জেসিড এর আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ৫মিলি নিমের তৈল ০.৫-১.০ মিলি তরল ডিটারজেন্টের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বেগুন, টমেটো এবং টেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- মরিচের এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ক্যাপটান ৫০ ডব্লিউপি ০.২% মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বোরো ধানঃ

- বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- পলিথিন শিট এর ব্যবস্থা করে রাখতে হবে যাতে এ সময় হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে বীজতলা ঢেকে রাখা যায়।

আলুঃ

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। কুয়াশাময় আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।

চীনা বাদামঃ

- সেচ প্রদান নিশ্চিত করে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রবি চীনা বাদাম বপন অব্যাহত রাখুন।
- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।

উদ্যান ফসলঃ

- বিদ্যমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে উদ্যান ফসল রোপনের উপযুক্ত সময়। তাই উদ্যান ফসল যেমন: আম, লিচু, কাঠাল, পেয়ারা, জাম, আতা, লেবুর নতুন চারা অবিলম্বে রোপন করুন।
- পর্যাপ্ত সেচ প্রদান করুন।
- কলার পাতা এবং ফলের বিটল পোকাকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই ছিদ্র যুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাঁদি ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- আগামী কয়েকদিন শুল্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে তাই ১৫-২০ দিন অন্তর জমিতে সেচ প্রদান করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- তড়কা, খুড়া এবং পিপিআর রোগ থেকে গবাদী পশুকে বাঁচাতে টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কুমিনাশক দিন।
- দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে গবাদিপশুকে সতেজ ঘাস খাওয়ান।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার রাখা।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাত জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে-

- কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্বল দিনে খাবার দিন।